মানসম্মত ব্রয়লার ও লেয়ার বাচ্চার বৈশিষ্ট্য

ডাঃ এ এইচ এম সাইদুল হক

স্বল্প সময়ে অধিক লাভ, এই নীতির উপর ভিত্তি করে বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক ছোট, মাঝারী এবং বৃহৎ আকারের ব্রয়লার ও লেয়ার খামার গড়ে উঠেছে। ব্রয়লার ও লেয়ার পালন একদিকে যেমন খামারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করছে তেমনি দেশের পুষ্টি ঘাটতি মোকাবেলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির সমন্বয়ের জন্য মানসম্মত বাচ্চা পাওয়া একজন খামারীর প্রধান লক্ষ্য। মানসম্মত বাচ্চাই হচ্ছে সাফল্যজনকভাবে ব্রয়লার ও লেয়ার তথা মাংস ও ডিম উৎপাদনের মূল চাবিকাঠি। একটি ভালো বীজ থেকে যেমন অধিক উৎপাদন পাওয়া সম্ভব তেমনি ভালো ও উন্নতমানের বাচ্চা থেকে অধিক মাংস ও ডিম উৎপাদন করা সম্ভব। মানসম্পন্ন বাচ্চা উৎপাদন ব্যাতিত ভালো উৎপাদন আশা করা যায় না। দেশে এখন ছোট বড় অনেক হ্যাচারি বাচ্চা উৎপাদন ও বাজারজাত করছে। আধুনিক পদ্ধতিতে বাচ্চা উৎপাদন করা হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাচ্চা ফোটানোর সময় বেশকিছু অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন কারণে এসব অস্বাভাবিকতা ঘটে থাকে। দেশের বেশীর ভাগ খামারিই কোনরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ ছাড়াই খামার করা শুরু করেন। তারা অনভিজ্ঞতার কারণে সুনামধারী হ্যাচারি ছাড়া বিভিন্ন অখ্যাত হ্যাচারি থেকে প্রায়শই সুস্থ সবল বাচ্চার বদলে নিম্নমানের দূর্বল বা রোগাক্রান্ত বাচ্চা নিয়ে তাদের খামার শুরু করেন।

অনেক হ্যাচারি তাদের উৎপাদিত বাচ্চার গুণগতমান সর্ম্পকে ভালো ধারণা প্রদানের জন্য বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধি, খাদ্য রূপান্তরের দক্ষতা, মৃত্যু হার, ইত্যাদি তথ্যাবলী সরবরাহ করে আর এ সকল বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে খামারীগণ বাচ্চা ক্রয়ের সময় বাচ্চার বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা না করে বাচ্চা ক্রয় করে থাকেন। এসব খামারীরা তাদের খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে যাতে ব্যর্থ না হন সেজন্য হ্যাচারি মালিকদের উচিত সঠিকভাবে বাছাই করে সুস্থ ও সবল বাচ্চা বিক্রয় করা।

উন্নত মানের বাচ্চা সংগ্রহ

বাচ্চার উৎস নির্বাচনে সিদ্বান্তঃ বাংলাদেশে প্রায় ৮০০ টি ছোট বড় হ্যাচারি রয়েছে। হ্যাচারি থেকে বাচ্চা কেনার সময় যে সকল বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে প্রথমে বিবেচ্য সেগুলো হলঃ

ক) বাচ্চার দামঃ বাচ্চার দাম কম বলে কোন খারাপ বা নিম্নমানের হ্যাচারি থেকে বাচ্চা না কিনে গুণগত মানসম্পন্ন বাচ্চা ক্রয় করতে হবে।

খ) সহজপ্রাপ্যতাঃ গুণগত মানসম্পন্ন বাচ্চা যা খামারীর কাছাকাছি, সহজপ্রাপ্য সেই সব বাচ্চা ক্রয় করা প্রয়োজন এবং নিকটবর্তী এজেন্ট বা ডিলারের কাছ থেকে সংগ্রহ করাই উত্তম।

গ) বিশ্বস্ত মাধ্যমঃ পরিচিত, বিশ্বাসযোগ্য, প্রতিষ্ঠিত, সুনাম আছে এমন কোম্পানি বা হ্যাচারি থেকে বাচ্চা ক্রয় করতে হবে।

ঘ) বাচ্চার গুণাগুণঃ কোন কোন খামারী হ্যাচারি থেকে বাচ্চা ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাচ্চার রং দেখে ভালো মানের বাচ্চা বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু এটি সঠিক নয়। হ্যাচারিতে নিয়মিত ফরমালি-ডহাইড দ্বারা ফিউমিগেশন করলে অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চার রং হলুদ দেখা যায় এবং বাচ্চার ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালীতে ক্ষত এবং রক্ত জমাট বেঁধে থাকে। এর ফলে বাচ্চার জীবনকাল এবং বাচ্চার গুণগত মান কমে যায়।

তবে দেশে পোল্ট্রি উন্নয়নের এ পর্যায়ে হ্যাচারি মালিক তথা ব্রিডার ফার্মগুলোকে তাদের দীর্ঘ মেয়াদী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য খামারীদেরকে মানসম্পন্ন বাচ্চা সরবরাহ করা প্রয়োজন, কেননা খামারীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হলে বাচ্চা উৎপাদনকারীগণের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। যে প্যারেন্ট ফ্লকে সমরূপতা (Uniformity) আছে, সুষম রেশন সরবরাহ করা হয় এবং যারা রোগমুক্ত, কোন রকম ডিম

বাহিত রোগ (Egg borne disease) এর বাহক নয় যেমন সালমোনেলা, মাইকোপ্লাজমা, এগ ড্রপসিনড্রোম, ইত্যাদি রোগ নাই সেই ফ্লক থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে (এ রোগগুলি প্যারেন্ট এ থাকলে বাচ্চাতেও এর প্রভাব পড়বে)।

ভালো বাচ্চার বৈশিষ্ট্যঃ খামারীগণ হ্যাচারি থেকে গুণগত মানসম্পন্ন বাচ্চা ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনায় রাখলে তাদের খামারে সুস্থ সবল বাচ্চা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকবে অনেক বেশি। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো মানসম্পন্ন বাচ্চার ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

১. ওজন এবং আকৃতিতে সকল বাচ্চা সমমানের হবে।

২. বাচ্চা অধিক ছোট হবে না, বাচ্চার গড়পড়তা ওজন স্ট্রেইনের ভিন্নতা অনুযায়ী ব্রয়লারের ক্ষেত্রে ৪০-৪২ গ্রাম এবং লেয়ারের ক্ষেত্রে স্ট্রেইনের ভিন্নতা অনুযায়ী ৩৮-৪০ গ্রামের কাছাকাছি হতে হবে।

৩. বাচ্চা পরিষ্কারভাবে প্রস্ফুটিত, শুষ্ক, তরতরে, ঝরঝরে দেখা যাবে।

৪. কিচিরমিচির শব্দ করে চঞ্চল ও প্রাণোচ্ছল থাকবে, বাচ্চার নড়াচড়াতে থাকবে অত্যন্ত স্বাভাবিকতা।

৫. বাচ্চা অন্ধ হবেনা, বাচ্চার চোখ থাকবে তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, স্বচ্ছ এবং আঘাতমুক্ত।

৬. বাচ্চা ল্যাংড়া বা খোঁড়া বা দূর্বল হবে না এবং ঢলে পড়বে না।

৭. বাচ্চার শরীর আঠালো হবে না অর্থাৎ বাচ্চা ডিমের ভিতরকার বস্তু দ্বারা আবৃত থাকবে না।

৮. বাচ্চার নাভীদেশ কুসুম থলিমুক্ত, পরিপূর্ণভাবে শুষ্ক এবং অক্ষত থাকবে। বাচ্চার নাভী অমসৃণ অথবা সংকুচিত হবে না।

৯. নাভীর চার পাশ নীচু পালক (Down feather) বিহীন হবে না।

১০. নীচু পালক শুষ্ক, নরম এবং সমস্ত শরীরকে ঢেকে রাখবে।

১১. শক্ত সমর্থ দৈহিক গঠন অর্থাৎ দেহ স্পর্শ করলে দৃঢ় বা অটল মনে হবে।

১২. বাচ্চার আচরণ হবে সতর্ক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিসজাগ থাকবে এবং শব্দের প্রতি সংবেদনশীল হবে।

১৩. পা কোঁকড়ানো হবে না। পায়ের গঠন হবে স্বাভাবিক, হাঁটুগুলো স্বাভাবিক আকৃতি এবং চামড়া অক্ষত মসৃণ ও তুলতুলে হবে।

১৪. পায়ের নখ ও ঠোঁটের গঠন স্বাভাবিক থাকবে অর্থাৎ কোঁকড়ানো আঙ্গুল, বাঁকানো ঠোঁট হবে না।

১৫. পা ফ্যাকাশে হবে না। পায়ের অনাবৃত অংশ স্বচ্ছ এবং চকচকে দেখে বুঝে নিতে হবে বাচ্চা পানি স্বল্পতায় আক্রান্ত কিনা।

১৬. বাচ্চার বক্র বা বিকৃত গলা থাকবে না।

১৭. পায়ের হক জয়েন্ট ফোলা বা লাল আভাযুক্ত হবে না।

১৮. বাচ্চা যে কোন সংক্রামক রোগমুক্ত হতে হবে (ভাইরাসের ক্ষেত্রে মারেক্স, রাণীক্ষেত এবং ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে সালমোনেলা, ইকলাই) এবং একদিনের বাচ্চাকে প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান করতে হবে।

১৯. শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা এবং ধকলমুক্ত হতে হবে।

২০. পায়ুপথ (vent) শুকনো এবং কোমল হবে। পায়ু পথের চারদিকের পালক জট পাকানো কিংবা ভেজা বা চুনাদাগযুক্ত হবে না।

২১. প্রথম সপ্তাহে বাচ্চার মৃত্যু হার ১% এর কম থাকবে এবং ২য় সপ্তাহে মৃত্যু হার কোনভাবেই ১.৫% এর বেশি হবে না।

২২. সব সময় বাচ্চা পানি এবং খাদ্য সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করবে।

২৩. তলপেট নরম এবং কোমল হবে, ফাঁপা বা শক্ত হবে না।

খামারীগণ উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখেই হ্যাচারি থেকে গুণগত মানসম্পন্ন বাচ্চা ক্রয় করলে তাদের খামার প্রাথমিকভাবে বিপদের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাবে এবং খামার সাফল্যজনকভাবে পরিচালনা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সূত্রঃ ইন্টারনেট

ডাঃ এ এইচ এম সাইদুল হক
পোল্ট্রি পরামর্শক কেন্দ্র
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেডার্স